১১-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময়েই সম্পূর্ণ ভারতে 'শ্রীমতের' খুবই প্রয়োজন। একমাত্র শ্রীমতের দ্বারাই বর্তমানের কানা-কড়ির ভারতকে, হীরে-তুল্য ভারতে পরিণত হতে হবে। এতেই সবাই মুক্ত হয়ে সদ্গতি পাবে।"

প্রশ্ন :- সর্ব্ব-শক্তিমান বাবার কি এমন শক্তি আছে যা জগতের মানুষদের নেই ?

উত্তর :- রাবণকে শেষ করার শক্তি, যা একমাত্র এই সর্ব্ব-শক্তিমান বাবার মধ্যেই আছে, যে শক্তি কোনও মানুষের মধ্যেই নেই। রামের (বাবার) সেই প্রবল শক্তি ছাড়া রাবণ বধ অসম্ভব। তাই বাবা এই ধরায় এসে, তোমাদের মধ্যে সেই শক্তি প্রদান করেন, যার সাহায্যে তোমরাও রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো।

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এটা পবিত্র-হংসদের সভাঘর। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই এখানে বসে আছো। পবিত্রদেরকেই 'ব্রাহ্মণ', আর অপবিত্রদের 'শূদ্র-বর্ণ' বলা বলা হয়। আর যারা পবিত্রতার পুরুষার্থী, তাদেরকে 'হাফ-কাষ্ট' (অর্দ্ধেক বর্ণ) বলা হয়। তারা না তো এদিকের (ব্রাহ্মণ) আর না ওদিকের (শূদ্র)। তাদের একটি পা ওদিকে যাবার নৌকায় আর এক পা এদিকে আসার নৌকায়, এমন হলে আবার পড়ে গিয়ে ডোবার আশঙ্কাও থাকে। তাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কোন দিকে যাবে ? যদি এদের মধ্যে কেউ আসুরী আত্মা এসে বসে থাকে, সে বিঘ্ন সৃষ্টিও করবে। কিন্তু, এসব কথা বোঝাচ্ছেন কে ? --শিববাবা স্বয়ং। শিব বলতে গেলেই, বাবা উচ্চারণও এসে যায় মুখে। এই শিববাবাই আমাদের ঝুলি ভরে দেন। অধিকারী হিসাবে বাবার থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা তো অবশ্যই পাওয়া যায়। কত অসংখ্য মন্দির আছে শিবের। যদিও তিনি নিরাকার, সমগ্র বিশ্বের রচয়িতা। এই বিশ্বেই একদা লক্ষ্মী-নারায়ণেরও রাজত্ব ছিল। তারাও নিশ্চয় বাবার থেকে তেমন বর্সাই পেয়েছিলেন। এখন তোমরা 'শূদ্র' অবস্থা থেকে 'ব্রাহ্মণ' হতে যাচ্ছো। শূদ্র অর্থাৎ অজ্ঞানী বুদ্ধিহীন-আত্মা আর লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ছিলেন দিব্য-বুদ্ধির। মায়ার প্রকোপেই বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়। রাবণ অর্থে মায়ার বিঘ্ন -এই কথা ভারতেই প্রচলিত। বর্তমানে সেই রাবণেরই আসুরী রাজত্ব চলছে। তাই তো রাবণের সম্প্রদায় রাবণকে হত্যা করেই চলেছে- অথচ রাবণ কিন্তু মরছে না। রামের (দিব্য) শক্তি ব্যতীত রাবণকে হারানো সম্ভব নয়। একমাত্র সর্বশক্তিমান বাবার থেকেই সে শক্তি পাওয়া যেতে পারে। যিনি এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। যার কোনও সূক্ষ্ম-শরীর বা স্থুল শরীর নেই। তিনি নিরাকার হওয়া সত্বেও, কিভাবে এই ভারতেই অবতীর্ণ হন - এটাই সাধারণের বুদ্ধিতে ঢোকে না। আত্মা শরীর ধারণ করে ইন্দ্রিয় ছাড়া কোনও কর্মই করতে পারে না, তবুও জগতের মানুষেরা এসব কিছুই বুঝতে পারে না। তখন তাদেরকে পাথর বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। বাবা স্বয়ং বসে তা বোঝান, যিনি ভগবান অর্থাৎ উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারী। ওনার মতই সর্বশ্রেষ্ঠ মত। তা না হলে, ওনাকে স্মরণই বা করবো কেন। ওনার মতকেই জ্ঞানীরা অনুসরণ করে থাকে। অবিনাশী এই বিশ্ব-নাটকে স্বয়ং ভগবানকেও এসে ওনার কর্ম-কর্তব্যর অভিনয় অবশ্যই করতে হয় - জগতের মানুষেরা তা বুঝতেই চায় না। অনেকেই তো বলে, খ্রীষ্ট জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে গীতার বাণী শোনানো হয়েছিল। কিন্তু এটাও তো জানাও যে সেই গীতা কোন দেশে, কোন যুগে আর কে তা শুনিয়েছিল ? সেই একই শাস্ত্রে আবার 'কৃষ্ণ ভগবান উবাচ' লেখা আছে, আবার রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের কথাও লেখা আছে। রুদ্র তো শিববাবাকে বলা

হয়। এছাড়া কৃষ্ণকে কোনও মতেই বাবা বলা যায় না। বাবা সম্বোধন এক শিববাবাকেই করা হয়। শিববাবা অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর, পরম সুখদাতা- তাই তো ভক্তরা তাকে আহ্বান করে। ভক্তদের ধারণা, ভক্তিতেই ভগবানের প্রাপ্তি । কিন্তু এই ভক্তির শুরু কবে থেকে, আর তাকে পাওয়াই বা যাবে কবে, কিভাবে ? পাপাত্মা দুনিয়া থেকে কোন্ সময়ে পুন্যাত্মা দুনিয়ায় যাওয়া যায়, এসব কিছুই জানা নাই তাদের, যেহেতু সবাই এখন শূদ্র বর্ণের। একমাত্র তোমাদেরকেই ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ বলা হয়। তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ কে বানিয়েছে ? --অবশ্যই শিববাবা স্বয়ং। যিনি রচয়িতাও। এই ব্রাহ্মণ বর্ণই সবার থেকে উচ্চ বর্ণ। যার চিহ্ন স্বরূপ সাকারী ব্রাহ্মণদের মাথায় টিঁকি রাখা হয়। তাদেরও সৃষ্টিকর্তা- সেই নিরাকার বাবা। উনিই পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাৎ 'পরমাত্মা'। এই 'পরমাত্মা' শব্দটিকেই পাকাপাকি ভাবে মনের গভীরে গেঁথে নাও। বাবা জানাচ্ছেন, *"নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারে সৃষ্টিজগৎ যখন তমোপ্রধানে পরিণত হয়, তখনই আমাকে ধরায় আসতে হয়। আমিও যে নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ। তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র-পাবন বানিয়ে সুখ-শান্তির আশীর্ব্বাদী-বর্সা দেবার উদ্দেশ্যেই আমার আগমন। অন্যদেরকেও শান্তির বর্সা দিয়ে থাকি। সত্যযুগ ও ত্রেতাকেই নতুন দুনিয়া বলা হয়, যা রামের দ্বারা স্থাপিত হয়। রামের বদলে শিববাবা শব্দটি প্রিয় শব্দ। যা সবারই মুখে মুখে।"* এই বাবাই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। উনি এসেই তোমাদেরকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা দেন। গীতার বাণী কেবল ব্রাহ্মণদেরই শোনাবে। যখন তারা শূদ্র থেকে মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ হবে একমাত্র তখনই। ব্রাহ্মণ আত্মাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলে যায়, তাই তো বলা হয় - একমাত্র 'সদ্গুরুই জ্ঞানের অঞ্জন' দিয়ে থাকে - যার ফলে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। বাচ্চারাও বলে, "বাবা, এই নরকের দুনিয়া থেকে, আমাদেরকে স্বর্গের দুনিয়ায় নিয়ে চলো।" যা শিববাবা স্বয়ং বলছেন, যিনি শিবাচার্য অর্থাৎ শিব বা পরম শিক্ষক। শিবাচার্য (শিববাবা) -যিনি বেহদের সন্ন্যাস হওয়া শেখান, আর শঙ্করাচার্য- শেখান হদের (এই জগতের) সন্ন্যাস। বেহদের বাবা বর্তমানের পুরানো জরাজীর্ণ দুনিয়াকে ভুলে থাকতে বলেন। এখন তোমাদের সেই সদা সুখের দুনিয়াতে যেতে হবে। সেটা হলো কৃষ্ণপুরী আর এই দুনিয়াটা এখন কংসপুরী। সত্যযুগকে কৃষ্ণপুরী আর কলিযুগকে কংসপুরী বলা হয়। অতএব দুটোই একত্রে অবস্থান করবে, এমনটা তো হতেই পারে না। সত্যযুগে কংসের (অসুরের) উপস্থিতি হবেই বা কি করে ? এসব কিছুই বুদ্ধি আর যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখতে হবে। যেখানে এই সময়ে বাবা স্বয়ং এসেছেন, স্বর্গের অপরিমিত সুখ প্রদান করতে।

বাবা জানাচ্ছেন, "অন্তিম জন্মে যারা এই জ্ঞানের পাঠ ধারণ করবে, তারাই কেবল জ্ঞানী হতে পারবে। তারপর তো স্বর্গরাজ্য স্থাপনার কার্যেই ব্যস্ত থাকবে। বাবা স্বয়ং এসে আমাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তথা দেবতায় পরিণত করেন। জগতের মানুষ তো হিন্দুদেরকে খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ ইত্যাদি বানাতে পারে। কিন্তু এটা কি কখনও শুনেছো - কোনও শূদ্র-বর্ণকে তারা ব্রাহ্মণ-বর্ণে রূপান্তরিত করেছে। যা একমাত্র শিববাবাই করতে পারেন। উনিই আবার ব্রাহ্মণদের দেবতায় পরিণত করেন। প্রত্যেকেই নিজেদের মনকে জিজ্ঞাসা কর, শুরুতে তোমরা কোন ধর্মের আর কোন বর্ণের ছিলে ? তোমাদের গুরুই বা কে ছিলেন ? কি পুঁথি-শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে তোমরা ? গুরুর থেকে কি মন্ত্র পেয়েছিলে ? কোন সময়কালে শিববাবা এই ব্রহ্মার মাধ্যমে তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ-বর্ণে আনলেন ? এসব প্রত্যেকেরই লিখে রাখা উচিত।" বাবা তাই বাচ্চাদেরকে বলছেন, তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ কর। রাবণরূপী মায়া তোমাদের কতই না দুর্দ্দশায় এনে ফেলেছে। যাই হোক, এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েছ, এরপর দৈবী সম্প্রদায় হতে হবে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদেরকে পরিবর্তণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বাচ্চাকে দিয়েই লেখানো উচিত, পূর্বে তারা কোন

ধর্মতে ছিল ? কার পূজা-আরাধনা করত তারা ? তাদের কোনও গুরু আছে নাকি ? এই ব্রাহ্মণ-বর্ণে তাদেরকে নিয়ে এলো কে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা বাবাও লিখবেন, উনি পূর্বে হিন্দু ধর্মে ছিলেন, অনেক গুরুও করেছেন, অনেক পুঁথি-শাস্ত্রও অধ্যায়ন করেছেন। তেমনি শিখ ধর্মের লোকেরা জানাবে, পূর্বে তারা শিখ ধর্মাবলম্বী ছিল। একমাত্র ভারতবাসীদেরই তাদের নিজস্ব দেবী-দেবতা ধর্ম সম্বন্ধে জানা নাই। তবে এমন নয় যে শিখ ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলবে। প্রত্যেকেই যে যার নিজে নিজ ধর্মের কথা জানিয়ই পরিচয় দেয়। তাই বাবা বলছেন, যারা শিবের ভক্ত, তারা শিবের রচিত দেবী-দেবতা ধর্মের ভক্তই হবে, তাদেরকে তা বোঝাতে হবে - তারা অবশ্যই এসব মন দিয়ে শুনবে। সত্যযুগ আর ত্রেতায় প্রতি কল্পের মতনই সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী হয়ে থাকে। যাদের চিত্র ইত্যাদি এখনও দেখা যায়। ইংরাজীতে যাকে 'ডেইটীইজম' অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের ঈশ্বরীয় যুগ বলা হয়। বাবা এখন সেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনাই করছেন। ফলে তোমরাও ব্রাহ্মণ-বর্ণ থেকে দেবী-দেবতা বর্ণে পদার্পণ করতে যাচ্ছ। ভারতবাসীরা নিজেরাই পূজ্য হয় আবার নিজেরাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে পড়ে। সত্যযুগে তোমরা পূজ্য ছিলে .. .... (ত্রেতায় তোমরাই পূজারী)। বাবা বলেন, "আমি কিন্তু সদাকালেরই পূজ্য।" *তোমরা এখানে এসেছ রাজযোগ শিখতে। আগামী ২১ জন্মের জন্য শিববাবা থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিতে। অতএব বাবাকে সঠিক ভাবে অনুসরণ করা উচিত। তোমরা প্রকৃত ব্রহ্মা-বংশী না হতে পারলে, তোমাদরকে ব্রাহ্মণ বলাও যাবে না।* - আচ্ছা! আজ তো ভোগের দিন। ব্রাহ্মণদের ভোজন খাওয়াবার অনেক রীতি-নীতিও বাকী আছে। এর মধ্যে জ্ঞানের কোনও ব্যাপার নেই। এটা তো জ্ঞান-সাগর আর জ্ঞান-গঙ্গার মিলন ক্ষেত্র। সূক্ষ্ম-বতনে যেমন দেবতাদের আর তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মেলা বসে। এতে সংশয়ের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাই বাবা বলছেন, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধ থেকেই মমত্ব কাটিয়ে ওঠো। কেবলমাত্র এক আমাকেই স্মরণ করলে, অন্তিম সময়ে তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে। বাবা আরও বলছেন, "আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, তোমাদেরকে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছিয়ে দেব। তোমরা তো রোজই ক্লাসে জিজ্ঞাসা কর- শিববাবার সাথে সাথে তোমরাও কি প্রতিজ্ঞা করবে ? শিববাবা জানান, ওনার মতকে অনুসরণ করে চলো। *বাবার এই শ্রীমত সর্ব্বোচ্চ, শ্রেষ্ট মত। শ্রীমত অর্থাৎ শ্রেষ্ট মত। ব্রহ্মাবাবার মতেরও খ্যাতি আছে। ব্রহ্মার থেকেও ব্রহ্মার পিতা শিববাবা আরও অনেক উচ্চমানের অবশ্যই হবেন, - তাই না!* ভোজন খেতে যখন বসবে, তখনও শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। যিনি অত্যান্ত প্রিয় বাবা! মনে এমন ভাব আনবে, ওনার সাথে বসেই ভোজন করছো। এই স্মরণের কারণে প্রচুর শক্তিও পাবে তোমরা। কিন্তু তবুও বাচ্চারা বারে বারেই তা ভুলে যায়। *বর্তমান সময়ে ভারতে এখন খুবই প্রয়োজন, শিববাবার এই শ্রীমতের। যেহেতু বাবা হলেন সবারই সদ্গতি দাতা। উনি আবার পতিত পাবনও - তাই না ! অতএব বাবাকে আর ওনার আশীর্ব্বাদী-বর্সাকে সর্বদাই স্মরণ করতে হবে।* অবশ্য মায়াও অনেক প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকবে, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। জ্ঞান তো অতি সহজ, কিন্তু যোগ যথেষ্ট পরিশ্রমের পুরুষার্থ। তাতে এক পরমাত্মার সাথে বুদ্ধিযোগে যুক্ত হতে হয়-এটাই যা কষ্টসাধ্য। *এদিক-ওদিক ভ্রমিত হওয়ার চেয়ে, একমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করাটা অনেক ভাল। এর জন্য গীতা পাঠেরও প্রয়োজন পড়ে না। যেখানে বাবা স্বয়ং এখানে আছেন।* অন্যান্য যে সব পুঁথি-শাস্ত্রাদি আছে, সবাই গীতার তুলনার তারা নিতান্তই শৈশব, বাচ্চা তুল্য। আর এদের দ্বারা তোমারা আশীর্ব্বাদী-বর্সাও পাও না। বেহদের সেই বর্সা একমাত্র বেহদের বাবার থেকেই পাওয়া যায়। *আচ্ছা -*

বাপদাদা তো বাচ্চাদের সামনেই বসে আছেন। বাবা বলেন, আমিই তোমাদের বাবা ব্রহ্মার দ্বারাই মাম্মার ও দাদার এবং প্রত্যেক বাচ্চাকেই স্মরণ করি ও ভালবাসা দিয়ে থাকি। *আচ্ছা -*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার !

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এত প্রিয় বাবাকে সাথে নিয়ে ভোজন খেতে হবে। একমাত্র বাবার সাথেই বুদ্ধির যোগে জুড়ে থাকতে হবে। কেবলমাত্র এক বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে।

২) বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা হদের এই পুরোনো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। এরই সন্ন্যাস করতে হবে।

বরদান :- ঝড়-তুফানকে উড়ন্ত কলার উপহার হিসাবে মেনে নিয়ে অখন্ড সুখ-শান্তি সম্পন্ন হও।

অখন্ড সুখ-শান্তিময় সম্পন্ন জীবনের অনুভব করার জন্য স্বরাজ্যের অধিকারী হও। স্বরাজ্যের অধিকারী হবার জন্য ঝড়-তুফানের অনুভবকারী আত্মা উড়ন্ত কলার উপহার স্বরূপ হয়ে ওঠে। তাদের সাধন, রক্ষা করা বা প্রসংশার আধারে সুখের অনুভূতি আসে না, কিন্তু পরমাত্মাকে প্রাপ্তির আধারে অখন্ড সুখ-শান্তির অনুভব করে। কোনও প্রকারের অশান্তকারী পরিস্থিতি তাদের সেই অখন্ড শান্তিকে খন্ডিত করতে পারে না।

শ্লোগান :- সর্বদা ভরপুরতার অনুভব করতে হলে, আশীর্ব্বাদ দিতে হবে এবং আশীর্ব্বাদ পেতেও হবে <><><><><><><><><><><><><><><><><><>

সাকার মূরলীর থেকে গীতার ভগবান কে প্রমাণ-সিদ্ধ করার পয়েন্টস : *পার্ট* - *3*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

১ - বিশ্বে ভারতের যোগের খুবই খ্যাতি ও মহিমা আছে। কিন্তু কে সেই যোগ শিখিয়ে থাকেন- সেটাই কারও জানা নেই। গীতাতে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকে স্মরণ করলে পাপ থেকে একটুও মুক্ত হওয়া যাবে না, কারণ কৃষ্ণ হলেন শরীরধারী আত্মা। আর শরীর তো পাঁচ তত্ব দিয়ে তৈরি, তাই বেকার তাকে স্মরণ করা, অর্থাৎ তা পাঁচ তত্বকেই স্মরণ করা। শিববাবা হলেন অশরীরি, তাই তিনি বলেন, *সর্বদা অশরীরি হও এবং বাবা স্বরূপে কেবল আমাকেই স্মরণ করো।*

*২ -*তোমরা বাবাকে পতিত পাবন বলে স্মরণ করে থাকো, তা হলে তো সেই পতিত-পাবন ভগবান আর রচয়িতা একজনই- তাই না! যদিও কোনও কোনও মানুষ নিজেকে ভগবান বলে থাকে, তবুও এমন তো কখনও বলে না যে, তোমরা সবাই আমার সন্তান। সে হয়তো বলে- 'ততত্বম্', অথবা বলবে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী'। কিম্বা আমিও ভগবান, তুমিও ভগবান, বা, যে দিকেই তাকাই

'কেবল তুমি আর তুমি'। 'পাথরের মধ্যেও তুমি'। এ রকমও বলে থাকে। কিন্তু 'তোমরা আমার সন্তান বা বাচ্চা',- এ কথা কখনও বলে না। এমন কথা কেবলমাত্র এক শিববাবাই বলে থাকেন - *"ও আমার প্রিয় ঈশ্বরীয় বাচ্চারা"।*

৩ - যেমম ব্যারিস্টারী, ডাক্তারি ইত্যাদি যা কিছু পড়ার জন্য বই আছে, সেরকম *লক্ষ্মী-নারায়ণও এমন হয়েছে জ্ঞানের পাঠ পড়েই। এনাদের পাঠ্য পুস্তক গীতা। তবে গীতা আসলে যাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী, তাঁরই নাম বদলে দেওয়া হয়েছে।* জগতের মানুষেরা তো শিব-জয়ন্তী পর্ব পালন করে, কিন্তু শিব-ই যে গীতার জ্ঞান শুনিয়ে কৃষ্ণকে কৃষ্ণপুরীর মালিক বানিয়েছেন, এটাই কেউ জানে না।

৪ - কৃষ্ণ স্বর্গের মালিক ছিল, কিন্তু মানুষেরা তো সেই স্বর্গকেই জানে না। এই কারণেই তারা বলে থাকে কৃষ্ণ দ্বাপরেই গীতার জ্ঞান শুনিয়ে ছিলেন। তাই কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখানো হয়েছে, যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণকে সত্যযুগে, আর রাম-সীতাকে ত্রেতাতে। যদিও লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে কোনো অসুরের উপদ্রব দেখানো হয়নি। তবে কৃষ্ণের রাজ্যে কংসকে এবং রামরাজ্যে রাবণকে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত তথ্য এটাই কারও জানা নেই যে, *রাধা-কৃষ্ণই পরে লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হয়ে থাকে*। জগতের মানুষেরা একেবারেই অন্ধকারে ডুবে আছে।

৫ - মানুষ যখন গীতা পাঠ শুনতে থাকে, তখন তারা কৃষ্ণকেই 'ভগবান উবাচ' ভাবে। কৃষ্ণের প্রতিই সকলের ভালোবাসা আসে, আর কৃষ্ণকেই দোলনায় দুলিয়ে থাকে। কিন্তু এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো দোলনায় কাকে দোলানো যায় ? বাচ্চাদেরকেই দোলনায় দোলানো যায়, কিন্তু বাবাকে তো আর দোলানো সম্ভব নয়। তোমরা কি শিববাবাকে দোলনায় দোলাতে পারবে ? তিনি তো পুণঃজন্মে না আসার কারণে বালক হন না। তিনি হলেন বিন্দু স্বরূপ, তাঁকে কিভাবে দোলাতে সক্ষম হবে!

৬ - কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার অনেকেরই হয়। কৃষ্ণের মুখে সমগ্র বিশ্বের গোলা দেখানো হয়, কারণ সত্যযুগে তিনিই এই বিশ্বের মালিক হন। তাই মায়েরা বিশ্বরূপী মাখন কৃষ্ণের মুখের মধ্যে দেখে থাকেন।

৭ - *গীতা জ্ঞান শোনান স্বয়ং ভগবান। তিনিই আবার ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগও শেখান।* জগতের মানুষ তো শপথে আবদ্ধ হয় এই ভেবে যে, গীতা হল কৃষ্ণ ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী। তাদের কে জিজ্ঞাসা করো - 'তোমরা কি জানো কৃষ্ণ সর্বদা, সর্বত্র উপস্থিত, নাকি তিনি ঈশ্বর ?' তারা বলে, 'ভগবান সর্বত্র এবং এটাই সত্য'। যা খুবই সংশয়ের বিষয়, এর ফলে তাদের শপথও মিথ্যাতে পরিনত হয়।

৮ - গীতার এই জ্ঞান স্বয়ং শিববাবা শোনান। এখানে কোনও পুঁথি-শাস্ত্র ইত্যাদির প্রশ্নই নেই। এটা এমনই পাঠ। পুস্তকরূপী গীতার বইও নেই এখানে। বাবা স্বয়ং তা শোনান, আর ওনার হাতেও কোনও প্রকারের পুস্তকও থাকে না। কিন্তু তবুও এই গীতা নামকরণ এলো কিভাবে ? যতসব ধর্ম শাস্ত্র তা তো পরেই লেখা হয়েছে। *গীতা সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি। গীতার এই জ্ঞান সর্বজ্ঞ বাবা স্বয়ং পড়িয়ে থাকেন। উনি হাতে কোনও শাস্ত্রাদি নিয়ে পড়ান না। উনি বলেন, *বাচ্চারা তোমরা

আমার বীজ স্বরূপকে স্মরণ করো, তাহলেই সমগ্র সৃষ্টিরূপী কল্প-বৃক্ষ তোমাদের বুদ্ধিতে স্পষ্ট এসে যাবে।*

৯ - *গীতাই মুখ্য সার ! এই গীতার বাণীর মাধ্যেমেই ভগবান ওনার জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে থাকেন। যার মধ্যে সবথেকে মূল্যবান কথা হলো স্মরণ।* তবুও বার বার তোমাদের বলতে হয় 'মনমনাভব'। তোমরা এখন সেই গীতার জ্ঞানই শুনছো। *এখন গীতার সেই অংশেরই পাঠ চলছে যেখানে বাবা অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং সেই পাঠ পড়ান।* ভগবান স্বয়ং বলছেন (ভগবান উবাচ), সেই ভগবান তো এক ও একমাত্র শিববাবাই। যিনি শান্তির সাগর, ওনার বাসস্থান শান্তিধামে, যেখানে তোমরা আত্মারাও থাকো।

১০ - কৃষ্ণকে তো আর 'গড-ফাদার' বা 'ঈশ্বরদেরও পিতা' বলা যায় না। আত্মারাই তা পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে, 'ও গড-ফাদার', তবে তো সেটা নিরাকার ব্যাপারটাই হলো, -তাই না! নিরাকার পিতা (পরমাত্মা) সকল আত্মাদের উদ্দেশ্যেই বলেন - *"কেবল আমাকে স্মরণ কর। যেহেতু আমি একাই হলাম পতিত-পাবন, তোমরা তো আমাকে আহ্বানই করে থাকো - হে পতিত পাবন- এই বলে। কৃষ্ণ তো হলেন দেহধারী। আর আমার তো কোনো শরীর নেই। যেহেতু আমি নিরাকার। আমি কোনও দেহধারী মানুষের পিতা নই, সকল আত্মাদেরই পিতা (পরমাত্মা) আমি।"*